226
12

আজকের কাগজ

তারিখ 26 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও নির্জলা নকলের কথা

প্রবীর চন্দ

শিক্ষাবিদ রাস্কিনের মতো অনেকেই বলেন- Spare the rod and spoil the child. অর্থাৎ, 'বেত ছাড়লে শিশু নষ্ট হয়।' কথাটা বর্তমানে কোন শিক্ষাবিদই সঠিক মনে করেন না। এই তত্ত্ব আমিও বিশ্বাস করি না। ভয় দেখিয়ে কাউকে কোন কিছু করান মানেই ওই জিনিসটির প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা। তাই যতদূর সম্ভব শিক্ষানবিসকে ভালবেসেই ভাল পথে, সুন্দর পথে আনা দরকার। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানও এই কথাই বলে।

তবে পরীক্ষার সময় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে যায়। এখানে কোন ছাত্র-ছাত্র নয়, তখন তারা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী। কোন শিক্ষকও তখন শিক্ষক নন, পরিদর্শক মাত্র। উভয়েরই জন্য আইন লংঘনের ব্যাপক শাস্তির বিধান আছে। তাছাড়া, আইনে না'কি একটি কথাও আছে, কথাটি হল ঃ 'আইন থাকলে আইনের ব্যবহার দেখাতে হয়, তা না হলে আইন বলে কিছু আর থাকে না।' ফলে শাস্তি পেতেই হবে যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে। কারণ, গুরু ও শিষ্য উভয়েরই জন্য আইন তরবারির মতো মাথার ওপর ঝুলছে। তা ঝুলুক গে! ক্ষতি কি, সভ্য মানুষের একমাত্র আশ্রয় তো দেশের আইন। আইনের কাজ আইন করবে। তবু ভাল কথা যে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া কারো উচিত হবে না। বস্তুতঃ 'নকল' এখন আমাদের প্রজন্মকে মাদকদ্রব্যের মতো পেয়ে বসেছে। বিশেষ করে থানা ও জেলা পর্যায়ের পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোর একি হাল!

এই তো সেদিন। বহির্পরিদর্শক হিসেবে একটি কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম। না, আমি শুধু নই, আরো অনেকেই গিয়েছিলেন অন্যান্য কলেজ থেকেও। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটু আলাদাভাবে গল্প করে পরীক্ষার 'রণনীতি' তৈরি করে নিলাম। অর্থাৎ পরীক্ষা হবে পরীক্ষার মতো। কোন রকম দুর্নীতি করতে দেব না। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হায়! ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই ভেসে উঠলো কাগজের অসংখ্য ছোট-বড় চিরকুট। এ যেন রূপালী মাছের পোনার মতো ভেসে উঠলো বেঞ্চের কোণা-কাঞ্চিতে কাগজ। আমরাও শুরু করলাম তা বাজপাখির মতো ছোঁ দিয়ে নিতে। আমাদের সম্মিলিত অভিযান পরীক্ষার্থীদের নিমিষেই স্তব্ধ করে দেয়। হতাশ হয়ে তারা কলম খুঁটতে থাকে, কান চুলকাতে থাকে, জানালা দিয়ে চোখ উধাও করে কেউ আবার অহেতুক ব্রণ খুঁটে নিজের মুখে। কেউ কেউ মৃদুমন্দ কিছু কথা বললেও আমরা নিজেরাই সামলে নেই এই মনে করে যে, পরিবেশ দূষণ করা যাবে না। 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ-ই শ্রেয়।' অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পরীক্ষার অর্থ এমনটি নয়। পরীক্ষার অর্থ পড়ালেখা করেই স্মরণের সাহায্যে যথার্থ কিছু লেখা। সত্যি, সে দিন ওরা কিছুই লিখতে পারেনি। ওরা প্রায় তিন ঘন্টা বসেই ছিল। ক্ষোভে, হতাশায় তারা টাকা ফেরত নেবার কথাও দু'একজন বলছিল চিৎকার করে যত্রতত্র।

বুঝে নিলাম শুধু ছাত্র নয়। আমরাও, যারা শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ তারাও নকল করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন ছাত্রদের। আমাদের দেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্র ভর্তির কোন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়সূচির তোয়াক্কা করা হয় না। যে যখনই আসে সেই ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায়। বিনিময়ে দিতে হয় প্রচুর প্রচুর অর্থ সেই প্রতিষ্ঠানকে। সেই প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন যথাস্থান থেকে নেয়। সময় উত্তীর্ণ হবার পরও এটা কি করে সম্ভব তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভাল করে জানবেন? তবে আমার মাথায় এ অংশ মিলে শুধু দুর্নীতির সাহায্যেই। অন্য কিছু দ্বারা নয়। শোনা যায়, এমন অনেক প্রতিষ্ঠানও আছে ইদানীং যেখানে পাসের গ্যারান্টি দিয়েও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করান হয়।

ছাত্রদের দুর্নীতির সুযোগ ও পাসের গ্যারান্টির কথা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরীক্ষাপূর্ব থেকেই বলে আসছে, সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অপরাধ মার্জনীয় বলেই মনে করি। আবার এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে, যেখানে সত্যি করেই শিক্ষকবৃন্দ নকল বন্ধ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তা আবার সফল হয়ে উঠছে না প্রতিষ্ঠানের বাইর ও অন্ত কোন এক চক্রের জন্য। এই চক্র রাজনীতির কথা বলে, কলেজ চত্বরে নীতিবাক্য কপচায় আর পরীক্ষার হলে তারাই সবার আগে নকল নিম্নাঙ্গ থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখে। কার শক্তি সেই নকল টানে, শিক্ষক, প্রশাসন না-কি ঈশ্বর? কারণ, তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত, তার অনেক ক্ষমতা আছে নাকি এই গণতান্ত্রিক দেশে। সুতরাং তাকে সুযোগ দিতেই হবে। তা না হলে অবাধ নকলের বদলে তিনি অবাধ আইন দেখিয়ে ছাড়বেন।

এই উভয় প্রকার বেপরোয়া ত্রুটির জন্য গত বছর নয়-নয়টি ডিগ্রী কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও পরের বছরই ওই প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কোনটি পুনরায় পরীক্ষা নেবার জন্য অনুমতি পায়। কিন্তু যে ত্রুটির জন্য পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল তা'কি ওই কেন্দ্রগুলিতে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে? না, তা হয়নি। বরং ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বদ্ধ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে নকলের জন্য পরীক্ষা বাতিল হলেও কেন্দ্র বাতিল করা মহাশক্ত কাজ। সুতরাং একই ছাত্র-ছাত্রী ওই একই কেন্দ্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো নকলকে পরীক্ষা পাসের একমাত্র বৈতরণী বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয়। আর এরই প্রভাব অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যার ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কিছু কিছু ভাল প্রতিষ্ঠানকে। তাই তো সেদিন এক ছাত্র বলেই ফেললো- স্যার! কিছু কিছু আশে-পাশের কলেজে ভীষণ ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে। আমরা কি দোষ করলাম স্যার? "দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম- ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।" সত্যি এই "নকল" নামক ভাইরাসটি এতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে যে, সুস্থ-সুন্দর পাড়ার পড়ুয়া ছেলেটিকেও আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। হেরোইন, চরস, গাঁজা, ব্রাউন সুগার প্রভৃতি মাদকদ্রব্য জাতির জন্য যেমন সর্বনাশ ডেকে আনে, নকলও এর চেয়ে কম কিছু নয়। অথচ ছাত্র ও অভিভাবকরা এই কথাটি বুঝতে চায় না যে কেন তা বুঝে উঠা দায়। অভিভাবকের কথা বলছি এই জন্য যে, পরিবারই হচ্ছে একটি শিক্ষার্থীর প্রথম প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, আজকাল অধিকাংশ অভিভাবক শুধু সার্টিফিকেট চায়। আর সার্টিফিকেট হলেই না-কি চাকরি বাগাতে তাদের মোটেও অসুবিধে হয় না।

দুর্নীতির আশ্রয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা শুধু যে দায়ী এমনটি বলাও ঠিক নয়। এর জন্য আমরা অনেকেই দায়ী। অর্থাৎ যে সমাজে তার বসবাস তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও বিশৃঙখলার সে প্রত্যক্ষদর্শী। তাই ছাত্র তার সর্বগ্রাসী পরিবার ও পরিবেশ দ্বারা যেভাবে গঠিত হয়, সে পরিবেশ ও পারিবারিক মানস-মূর্তির অধিক বাইরে তার পক্ষে যাওয়া কি সম্ভব? নিশ্চয়ই এমনটি তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কারণ, ছাত্ররাও সমাজেরই অঙ্গ, সমাজেরই উৎপন্ন, সমাজের যে কোন সার্বিক অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া অন্যান্যেরে মতো তাদেরও সাধ্যাতীত। এ ব্যাপারে পন্ডিত আবুল ফজল বলেছেন- যেমন সাধ্যাতীত গা না ভিজিয়ে সাঁতার কাটা। "কেউ ইচ্ছে করে উটপাখি সাজতে চাইলেও সাজা সম্ভব নয় আজ কিছুই।" তাছাড়া রবিনসন ক্রুশোর মতো ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যেমন কষ্টকর তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান ভাবা ঠিক নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা তো এই সমাজের বাইরে নয়। তাই একটি সমাজ ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন। রাসেল (Russell) তার প্রতিষ্ঠিত 'বেকনহিল' স্কুলের এক ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলেন- তুমি এমন করে ছোটদের মারধর কর কেন? "রাসেলের প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি বলেছিল-বড়রা আমাকে

> **দুর্নীতির আশ্রয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা শুধু যে দায়ী এমনটি বলাও ঠিক নয়। এর জন্য আমরা অনেকেই দায়ী। অর্থাৎ যে সমাজে তার বসবাস তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও বিশৃঙখলার সে প্রত্যক্ষদর্শী। তাই ছাত্র তার সর্বগ্রাসী পরিবার ও পরিবেশ দ্বারা যেভাবে গঠিত হয়, সে পরিবেশ ও পারিবারিক মানস-মূর্তির অধিক বাইরে তার পক্ষে যাওয়া কি সম্ভব? নিশ্চয়ই এমনটি তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কারণ, ছাত্ররাও সমাজেরই অঙ্গ, সমাজেরই উৎপন্ন, সমাজের যে কোন সার্বিক অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া অন্যান্যেরে মতো তাদেরও সাধ্যাতীত।**

আজকের কাগজ

তারিখ 26 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মারে। আমিও তাই ছোটদের মারি। এটাই তো ঠিক।" আমি অবাধ ঘুষ নিচ্ছি, প্রতিনিয়ত আইন লংঘন করছি, অনিয়ম করছি আর আমার ছেলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে তা মনে করা যায় না। তাই পরিবেশের শিকার হয়ে প্রজন্ম অনেক কিছুই করে থাকে।

আবার এই প্রজন্ম যখন বলে- শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। কিংবা যখন বলে- "গণমুখী শিক্ষা চাই, বিকশিত জীবন চাই" তখন কার না বুক ফুলে উঠে, বলুন! এদেরকে লক্ষ্য করেই তো ফরাসীর এক নামকরা শিক্ষাবিদ বলেছিলেন- Franc was saved by her idlers. সবাই জানে, এ নিষ্কর্মা ছেলেরাই একদিন ফ্রান্সকে রক্ষা করেছিল। রক্ষা করেছিল আমাদের দেশকেও। স্বাধীনতার যুদ্ধে ওরাই প্রথম পাক-হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি হয়। হ্যাঁ, ওরাই রক্ত দিয়েছিল সবার প্রথম। যার ফলে এই বাংলাদেশ। সত্যি, এদের সাহসের জুড়ি হয় না। এরা অকুতভয়ে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু এদের বড় সমস্যা হল, এদের কোন চৈতনিক বয়স্ক গার্জিয়ান নেই। যার জন্য এদের নির্মল সাহস ও শক্তি ব্যয় হচ্ছে কতিপয় অপকর্মের মধ্যদিয়ে। এই বেপরোয়া উশৃংখল ছাত্রদের একটু ঘুরিয়ে দিলেই হয়তো সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব। এরাই বিপ্লবের একটা বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। এরা শিক্ষার মাহাত্ম্য আপাত বুঝে না বলেই সদুপায়কে পায়ে মারে। নকলের কুফল যে জীবনের বোধের ওপর কী পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা যদি এসব ছাত্র-ছাত্রী জানতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই ও-মুখো হত না। ওরা যে কী ভুল করছে ওরা নিজেরাই জানে না। তাই একজন অস্তিত্ববাদী লেখক এদের উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন- "মানুষ মন্দ আর অপরাধী হয় যেহেতু তারা যা বলে আর করে সেই সব কথা ও কর্মের ফল তারা আগে থেকে দেখতে পায় না। তারা দুষ্কৃতকারী নয়। তারা শুধু হাঁটে ঘুমের ঘোরে।"

বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই এই ঘুম ভাঙাতে হবে। প্রজন্মকে সুন্দর করতে হলে আমাদের যে দায় আছে সকলের তা অস্বীকার করা যাবে না। নকল প্রতিহত করার জন্য যে ব্যবস্থা দেশব্যাপী নেয়া হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা অনেকটা 'উঠ ছুঁড়িতোর বিয়ে'-এর মতো। তবুও তা থেকে অনেকটা ফল পাওয়া যাবে বলে অনেকেই মনে করেন। বহির্পরিদর্শকের ফলে এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী অন্য প্রতিষ্ঠানে নকলের প্রত্যাশায় আর পরীক্ষা দিতে উৎসাহ পাবে না। এবং এই অবস্থায় নকলের উৎসাহদাতা প্রতিষ্ঠানগুল আর মাথাচাড়া দিতে পারবে না। ফলে, কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী তার নিজ প্রতিষ্ঠানেই থেকে যাবে এবং পড়াশোনার পরিবেশও নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, নকল প্রতিহত করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেও এটা একদিনই মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই ব্যাপক প্রচার। কারণ, এ জঞ্জাল যেমন একদিনের সৃষ্টি নয় তেমনি তা উঠে যেতেও সময় লাগবে। এর জন্য চাই শিক্ষা, সহযোগিতা, শ্রম ও ভালবাসা। অপরদিকে, যে যে কারণে ও প্রভাবে শিক্ষার্থীরা সমাজ থেকে উঠে এসে অসদুপায় অবলম্বন করে তার দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ পচন তো শুধু ছাত্র-ছাত্রীর নয়, গোটা সমাজ দেহটাই ঘা-রক্ত -পুঁজ দ্বারা আক্রান্ত। তবে প্রশ্ন হতে পারে পচনটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে। এর উত্তর একটি আরবী প্রবাদে মিলে- "মাছ যখন পচতে আরম্ভ করে পচনটা শুরু হয় মাথা থেকেই।" ফলে একটা সমাজের মাথাগুলি কে- কে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি?

প্রবীর চন্দ : কবি ও কলাম লেখক, কলেজ অধ্যাপনায় নিয়োজিত।